সংবাদ

তারিখ ..03 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...77... কলাম ...2...

বিরামপুরে ২৮টি সর. প্রা. স্কুল সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়ম

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুরের বিরামপুরে ২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার কাজে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষকদের বক্তব্য, শিক্ষা কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিতে হয়েছে। সেজন্য প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ হয়নি। বিরামপুর প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় হতে জানা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে 'অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে' ৮টি বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় বিদ্যালয়ে মেরামতের জন্য ১৬টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। উপজেলার মুকুন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিরামপুর (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাউদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকশুলবান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাপড়া হামলাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শৌলাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুচায়া মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সন্দলপুর আদিবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৮টি বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কারের জন্য ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে ১২ লাখ টাকা। অপরদিকে দিওড় ছালাম উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শৈলান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠনচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চতুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেপারিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোন্নাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোড়াগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নটকুমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেনীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কসবাসাগরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌঠা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শান্তিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ১ লাখ করে টাকা করে ১৬ লাখ টাকাসহ মোট ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি কিছু সহকারি শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অভিযোগ করেছেন, বরাদ্দ পাওয়া অর্থ নিতে তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা কার্যালয়ের এক সহকর্মীকে উৎকোচ দিতে হয়েছে। এছাড়া এটিও, উপসহকারি প্রকৌশলী এবং ট্রেজারি শাখা মিলিয়ে ১০ হতে ২০ হাজার করে টাকা উৎকোচ দিতে হয়েছে। তবে সরেজমিনে ২৪টি বিদ্যালয়ে গিয়ে কোনটিতেই প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ দেখতে পাওয়া যায়নি। ওই সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা ব্যয়ের বিপরীতে যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাউচার শিক্ষা কার্যালয়ে জমা দিয়েছে প্রায় সবগুলো ভাউচারই ভুয়া বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকরা নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওই সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা সাংবাদিকদের কাছে ভুয়া ভাউচার জমা দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজল কুমার সরকার বরাদ্দের টাকা ছাড় করতে কোন প্রকার উৎকোচ নেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।

শিক্ষা কর্মকর্তাদের উৎকোচ দেয়ায় প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ হয়নি